

## হজ এজেন্সিতে দুদকের ৫ম দফা অভিযান: বিভিন্ন অনিয়ম উদঘাটন

(অভিযানের তারিখ : ১৯ জুলাই, ২০১৮ খ্রি:)



দুর্নীতি ও মানবপাচার বন্ধে হজ এজেন্সিসমূহে জুলাই মাসেই ৫ম দফা অভিযান চালিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন। দুদক অভিযোগ কেন্দ্রে (১০৬) এ সংক্রান্ত অভিযোগ আসায় আজ (১৯/০৭/২০১৮ ইং) উপপরিচালক শেখ মোঃ ফানাফিল্যা এবং সহকারী পরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধানের সমন্বয়ে পুলিশসহ ০৯ সদস্যের একটি শক্তিশালী টিম রাজধানীর নয়াপল্টনস্থ হজ এজেন্সিসমূহে অভিযান চালায়। দুদক টিম কাজী টাওয়ারে অবস্থিত কাজী এয়ার ইন্টারন্যাশনাল -এ সরেজমিন অভিযানে দেখে, উক্ত হজ এজেন্সির কাছে প্রকৃত হাজির সংখ্যার সমর্থনে কোন কাগজপত্র নেই। নিবন্ধনকৃত প্রত্যেক হজ এজেন্সির কমপক্ষে ১৫০ জন যাত্রী প্রেরণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও উল্লিখিত হজ এজেন্সি মাত্র ৭৫ হজ হাজীকে প্রেরণ করেছে বলে জানায়। এছাড়াও সৌদি আরবে হজযাত্রীদের বাড়ী ভাড়া, মুয়াল্লাম ফি ও অন্যান্য রশিদপত্র পাওয়া যায়নি। দুদক টিম একই টাওয়ারে অবস্থিত কাজী ট্রাভেলস অ্যান্ড টুরস- এর কাগজপত্র পরীক্ষায় দেখতে পায়, উল্লিখিত হজ এজেন্সি গতবছরের অডিটে ৪ লক্ষাধিক টাকার কর ফাঁকি দিয়েছে। এত বড় অঙ্কের রাজস্ব ফাঁকির ঘটনার পরও কিভাবে এ এজেন্সি অনুমোদন পেল, তা রীতিমত বিস্ময়কর। এই টিমের পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ জাতীয় অনিয়ম প্রতিরোধকল্পে সিদ্ধান্ত নিবে কমিশন। সময় দুদকের পক্ষ থেকে উপস্থিত হজযাত্রিসহ সকলের কাছে দুর্নীতিবিরোধী লিফলেট ও দুদক হটলাইন (১০৬) এর স্টিকার বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য যে, এর আগে গত ০২ জুলাই, ০৪ জুলাই, ০৯ জুলাই এবং ১৫ জুলাই রাজধানীর বিভিন্ন হজ এজেন্সিতে অভিযান চালায় দুদক।

এ অভিযান প্রসঙ্গে এনফোর্সমেন্ট অভিযানের সমন্বয়কারী দুদকের মহাপরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মাদ মুনির চৌধুরী জানান, “আমাদের লক্ষ্য, হজকেন্দ্রীক দুর্নীতির সিন্ডিকেট ভেঙে দেয়া এবং ব্যাহত অভিযানের মাধ্যমে হজযাত্রীদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন করে তোলা।”